দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 20-DEC 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৬ ...

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিফি

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য বাংলাদেশ সরকার যে সব কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশের অবৈতনিক পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশগুলিতে চলছে বিভিন্ন রকমের অনিয়ম ও অব্যবস্থা। এসব বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষাকে উপলক্ষ্য করে আদায় করা হয় টাকা। এ ছাড়া সাম্প্রতিককালে একটি বিদ্যালয়ে এমন এক ঘটনা ঘটেছে যা রীতিমত দুঃখজনক। এক দরিদ্র মহিলা গিয়েছিলেন তার মেয়েকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে। উদ্দেশ্য ছিল মেয়েকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসবেন। কিন্তু তিনি যখন মেয়েটিকে নিয়ে বিদ্যালয়ে হাজির হলেন কর্তৃপক্ষ ভর্তি ফি বাবদ চাইলেন ত্রিশ টাকা।

নুন আনতে যার পানতা ফুরিয়ে যায় তাঁর পক্ষে ত্রিশ টাকা দেয়া কি সম্ভব? মহিলা ব্যর্থ মনে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। প্রশ্ন হলো, অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি — তাও এত মোটা অংকের ফি দেয়া কি অপরিহার্য? তা না নিলে কি চলে না? সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থেই পরীক্ষা ফি ও ভর্তি ফি তুলে নেয়া বাঞ্ছনীয়। তা হলেই সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল হতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বাচ্চু
২৪/৩ কে, আর রোড
পোস্তা, ঢাকা।